দেশের জন্য ...

২৬ ফেব্রুয়ারি বিএসইসি ভবনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আমাদের জানিয়ে দেয় আমরা জাতি হিসেবে কতটা পিছিয়ে আছি এখনো। যে দেশের মানুষ বিলাসিতার জন্য কোটি টাকার গাড়ি ব্যবহার করে, যারা শপিং করতে দেশের বাইরে যায়, সে দেশে ৮-৯ তলা থেকে আগুন নেভানোর জন্য আর আটকা পড়া মানুষের উদ্ধারের কোনো যন্ত্রপাতি নেই। এইসব যন্ত্রপাতির আর কতই বা দাম, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় না ? যে দেশে একজন মানুষের কোটি টাকার সম্পদ পড়ে আছে, সে দেশে লঞ্চ ডুবে গেলেও উদ্ধারকারী থাকে না। ভাবা যায় না এসব কথা— গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তৈরি করেন। ঐখানে আগুন লাগলেও তা নেভানোর কোনো সুযোগ নেই। একজন শ্রমিক নিহত বা আহত হলে তাকে সামান্য পরিমাণ টাকা দেয়া হয়। তা দিয়ে তার পরিবারের কিছুই হয় না, কিন্তু একজন শ্রমিকের কারণে মালিকের অনেক লাভ হয়। অনেক প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা আমার এই বাংলাদেশ। শস্য, শ্যামলে সবুজ এই বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক অনেক সম্পদ কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের অনেক উন্নতি সাধন করতে পারি। আরো পারি দামি গাড়ি আর বিদেশে শপিং করতে না গিয়ে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে। যে রাখাল বালক মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হাতে বই তুলে দিতে। যে লোকটি অনাহারে পড়ে আছে তার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিতে। আমরা ইচ্ছা করলে সবাই একসাথে মিলে পারি দেশটাকে বদলে দিতে। ধনী-গরিব একসাথে মিলে আসুন দেশটাকে বদলে দেই। বদলে দেই আমার পাশের রাখাল বালক, আর অনাহারী মানুষ আর বাস্তুহীন গরিব-দুঃখী মানুষের চেহারা। এভাবে দেশ হবে উন্নত, আমরা হবো দেশের সোনার ছেলে।

শাওন, চকবাজার, কুমিল্লা।

হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো

এক সময়কার জনপ্রিয় খেলাগুলো এখন আর গ্রাম-বাংলার কোথাও চোখে পড়ে না। কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী সেই খেলাগুলো। বর্তমানে দেশ-গাঁয়েও ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। ফলে বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই পুরনো খেলাগুলোর কথা বললে তারা অবাক হয়ে শোনে। আর কয়েক বছর পর হয়তো ওইসব পুরনো খেলা গল্প হিসেবে তাদের শুনাতে হবে। সেই খেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে— গোল্লাছুট, হাডুডু, দাড়িয়াবান্ধা, লাঠিখেলা, নৌকাবাইচ, কানামাছি, বৌচি, বুড়ি ছোঁয়া, ইত্যাদি। এক সময় এসব খেলা খেলে অনেক লোক সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। হাজার হাজার দর্শক এসব খেলা উপভোগ করে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন, যা আজো মনে পড়ে। যারা এসব খেলায় বিভিন্ন সময় প্রশংসা কুড়িয়েছেন, বর্তমানে ক্রিকেট উন্মাদনার কারণে তাদের কেউ খোঁজ পর্যন্ত নিচ্ছে না। তবে এত কিছুর পরও আমাদের দেশের লোকেরা প্রতি চার বছর পরপর বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফুটবলের প্রতি একটু সদয় হয়ে কিছুদিন ফুটবল উন্মাদনায় থাকে, তবে তা খুব সামান্য। চট্টগ্রামে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় জব্বারের বলি খেলা। এক বছর পরপর খোঁজ নেয়া হয় এই বলিদের। এর মধ্যে কোনো হদিস থাকে না তাদের। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় মৌসুমি হিসেবে নৌকাবাইচ খেলাও দেখা যায়। পুরনো এই খেলাগুলো অব্যাহত রাখা উচিত। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব খেলা হয়তো ভুলে যাবে। কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খেলা।

মুহাম্মদ দিদারুল আলম,
পূর্ব রামপুর, ঈদগাঁ,মাধুর্য্য পাড়া, চট্টগ্রাম।

নজরুলের এ গানটি শুনতে পাই না কেন ?

বিদ্রোহী কবি, মানুষের কবি, গানের কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি/সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি'—এ গানটি বিটিভি বা টেলিভিশনের অন্য কোনো চ্যানেলে শুনতে পাই না। এমনকি রেডিওতেও এ গান গাওয়া হয় না। এ গানের অন্য কয়েকটি লাইন এ রকম, 'উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙ্গি দিল সবারে বক্ষপাতি/আমরা সেই সে জাতি!! আমির ফকির ভেদ নাই, সবে ভাই সব এক সাথী/আমরা সেই সে জাতি!! নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নরসম অধিকার। মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া করিয়াছি একাকার।'

নজরুলের এ গানে কোনো ভুল আছে কি? নজরুল কয়েকশ' শ্যামা সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন লিখেছেন। এগুলো থেকে কিছু কিছু গান বিটিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলে শুনতে পাই। কিন্তু উল্লেখিত গানটি স্বাধীনতার পর থেকে আর শুনতে পাই না। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় সোহরাব হোসেন, ফিরোজা বেগম, ফেরদৌসী বেগম, খালিদ হোসেন, আঃ মান্নান, লায়লা সামাদ, ইয়াকুব আলী, খায়রুল আনাম শাকিল, ফেরদৌস আরা, নাশিদ কামাল, ফাতেমা-তুজ-জোহরা সহ সকল নজরুল গায়ক ও গায়িকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নজরুল গবেষক জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর। এ ব্যাপারে নজর দিতে এবং গানটি প্রচার হবার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি বিটিভিসহ সকল টিভি চ্যানেলের কর্মকর্তা ও রেডিও'র কর্তা ব্যক্তিদের। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়েরও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, লালবাগ, ঢাকা।

এ পক্ষের সেরা

জয় বৃক্ষকথা

প্রায় তিন একর জমির উপর বাড়ি। সমস্ত জায়গার ঠিক মাঝখানে বাড়িটা, বাকিটা গাছগাছালিতে ভরে আছে। সব ধরনের গাছই আছে এখানে— বনজ, ফলজ, ঔষধি। ফজলুর রহমানের পিতা অনেক কষ্টে এ বাগান গড়ে তুলেছিল। এখন তিনি বেঁচে নেই। তার ছেলেই এখন দেখাশোনা করে। ফজলুর রহমান ব্যাংকে চাকরি করে। কাজের চাপে বাগানটার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় হয়ে উঠে না। তার ছেলের ডায়রিয়া, ছেলেটা শুধু কাঁদছে, আর কাঁদছে। এদিকে তার অফিসে যাবার সময় হয়ে গেছে। এমনি গত দুদিন অফিস মিস হয়েছে। আজ আর অফিস বাদ দেওয়া যাবে না। এদিকে আশেপাশে কোনো ডাক্তার নেই। ঔষধ আনার জন্য পাশের গ্রামে যেতে হবে। অফিস থেকে ফেরার পথে ঔষধ নিয়ে আসবে এরকম চিন্তা করে তিনি অফিসে চলে গেলেন। তিনি অফিসে যাওয়ার পরপর তার ছেলের পেটব্যথা বেড়ে গেল। পেটের ব্যথায় ছেলেটার মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা। তার স্ত্রী একা এখন কী করবে ... ?

বাড়ির পাশে ঔষধি গাছের বাগান থাকার পরও শুধুমাত্র ঔষধি গাছের ব্যবহার না জানার কারণে ফজলুর রহমানের স্ত্রী সেদিন তার ছেলেকে ভালো করতে পারে নি। ঔষধি গাছের ব্যবহার জানা অনেক প্রয়োজনীয়। সচরাচর ঔষধি গাছ ব্যবহার করা না হলেও অনেক সময় এর প্রয়োজন হয়। আমরা অনেকে ঔষধি গাছের ব্যবহার জানি না। আমিও জানতাম না, কিন্তু অন্যদিন-এ প্রকাশিত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ধারাবাহিক রচনা 'বৃক্ষকথা' থেকে এখন অনেক ব্যবহার জানি।

'বৃক্ষকথা'র জন্য হুমায়ূন আহমেদকে ধন্যবাদ।

তারেক আহমেদ, টি এন্ড টি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা।

সেরা পত্র লেখার জন্য ২০০ টাকার বই পুরস্কার

প্রিয় পাঠক, এ বিভাগে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে লিখতে পারেন; লিখতে পারেন আপনার চারপাশে সংঘটিত অথবা আপনার দেখা কোনো বিষয় নিয়ে— যা আপনাকে আলোড়িত করেছে। আপনার একান্ত ভাবনার কথাও লিখতে পারেন। এমনকি অন্যদিন-এর যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার ভালো লাগা-না-লাগা নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারেন। সেরা পত্র লেখক পাবেন— 'অন্যপ্রকাশ'-এর দুশ' টাকার বই। পত্রের সাথে আপনার সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন। আপনার ঠিকানায় পুরস্কার পৌঁছে যাবে যথাসময়ে।

এ সংখ্যার সেরা পত্র লেখক নির্বাচিত হয়েছেন— **তারেক আহমেদ,** টিএন্ডটি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকা। আপনার ঠিকানায় পুরস্কার পৌঁছে যাবে শিগগিরই। *—বিভাগীয় সম্পাদক*